মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ৯ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা
চৈত্র, ১৪২১ ❀ এপ্রিল, ২০১৫

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণী ও শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	৪
৩।	মহাজনগনের কৃপার আলোকে কৃষ্ণ কৃপা	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪।	অবধূতোপাখ্যান	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত	৬
৫।	কলকাতায় শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৭
৬।	শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব—২০১৫	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৮
৭।	শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	৯
৮।	শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বিবরণ	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১২
৯।	ধ্বনিল আহ্বান	কৃষ্ণা দাসী	১৪
১০।	আমলাজোড়া মঠে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবির	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৮
১১।	চন্দন যাত্রা মহোৎসব	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫২ বর্ষ ❀ ৯ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ চৈত্র, ১৪২১ ❀ এপ্রিল, ২০১৫

সারকথা

কীর্ত্তন-বিরোধীর প্রতি প্রভু কিরূপ?

সংকীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥
সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে মুঞি করিমু স্মরণ ॥
তপস্বী-সন্ন্যাসী-জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিমু যদি সব না করে কীর্ত্তন ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪০২-৪০৪)

মক্ষিকাবৃত্তি কি?

যাহাঁ গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৮১)

প্রাকৃত-পণ্ডিতকুল হরিবিমুখ কেন?

রাজা কহে,—শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হ'ন কৃষ্ণ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ॥
ভট্ট কহে,—তাঁ'র কৃপা-লেশ হয় যাঁ'রে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি, লইতে পারে ॥
তা'র কৃপা নহে যা'রে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁ'রে 'ঈশ্বর' না মানে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১০১-১০৩)

নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রভুর মত কি?

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১৩৭)

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

ভগবৎপাদপদ্মের গুণশ্রবণ বর্জ্জন করিলে ও তাহাতে আদররহিত হইলে জীব ভগবৎ স্মৃতিরহিত হন।

নিষ্কপটভাবে নিজ কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ভগবদ্‌গৃহের পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যজ্ঞানে উহার মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলাদি রচনা কর্ত্তব্য।

স্বয়ং সম্মানিত হইবার প্রযত্ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান, সামান্য আচরিত কর্ত্তব্যকে বহুমানন করিয়া আস্ফালন, ভগবদালোকদ্বারা স্বীয় বিষয়কার্য্যে সাহায্য-লাভের চেষ্টা বা বাসনা, অপরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহারাদির অবশেষ-দ্বারা ভগবৎপূজা করা কর্ত্তব্য নহে।

কামনা-পরিচালিত হইয়া স্বীয় অভীষ্টবস্তুগুলি নিজকার্য্যে বা অপর বদ্ধজীবের ভোগে নিযুক্ত না করিয়া সমস্ত বস্তুই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবে। এইরূপে অনন্ত কল্যাণ লাভ ঘটিবে।

স্বয়ং গৃহসুখে বা সংসারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সকল প্রকার সুখৈষণা, বিত্তৈষণা বা ভোগৈষণা ভগবানে নিয়োগ করিবে।

অনন্তবস্তুতে সকল চেষ্টা নিহিত না হইল বা সকল উদ্দেশ্য পর্য্যবসিত না হইলে খণ্ডিত শান্ত বস্তুর সংসর্গে বা সংস্পর্শে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটে।

—ভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১ বিবৃতি

''পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।'' —'গুর্ব্বজ্ঞা', হঃ চিঃ

'বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।''

''বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ''বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটী কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্পন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই 'সদ্‌গুরু', যিনি এই 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' শিষ্যকে ভাল করিয়া 'উপদেশ' দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।''

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

''যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব-লাভ হয় না।

—'মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক' সঃ তো, ৪১।১ ❑

শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য-কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য কৃষ্ণ-দাস' এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই-দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে। সেইদিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আত্মরতিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃতসেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানু-সন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহান্ত গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ-জন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-কথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর চম্পকাভাদ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদিচেষ্টা-দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

—'বক্তৃতাবলী', ২০শে বৈশাখ, ১৩৩২ ❑

মহাজনগনের কৃপার আলোকে কৃষ্ণ কৃপা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

শ্রীল গুরুমহারাজের ১১৮তম আবির্ভাব তিথি

স্থান—শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম ধাম। তাং ২৬/১২/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করে আজ আমাদের শ্রীগোদ্রুধামে সাক্ষাৎ শ্রীল গুরু-মহারাজের সমাধি মন্দিরে বসে তাঁর শ্রীগুরুবর্গের কথা এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা ও তাঁর সমসাময়িক কিছু ভক্তগণের কথা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে। **ভগবান নিত্য যেখানে বিরাজ করেন সেখানে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে সেগুলোকে লীলা বলে। গুরুদেব একজন পার্ষদ তিনি আমাদের মতো মনুষ্যদেহধারী জীব মাত্র নন।** সেই গুরুদেবের সর্বক্ষণ চরণ সেবা পূজা করে থাকি, গুরুবর্গের সেবা করে থাকি এটা অতিশয় ভাগ্যের কথা। সেইজন্য আমাদের একটা কথা হচ্ছে যে আমরা যতকাল বাঁচব ততোদিনই গোদ্রুম ধামে আসব। প্রতি ধূলিকণায় কণায় যে তাঁদের পদচিহ্ন ছড়িয়ে আছে এবং তাঁদের প্রেম ছড়িয়ে আছে সেগুলো আমাদের জীবনান্ত পর্য্যন্ত মনে রাখতে হবে এবং সেভাবেই জীবনকে গঠন করতে হবে। তবে সবচেয়ে সুন্দর হবে।

''তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥''

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলছেন যে, ভগবানের লীলা কথাটা আমরা কীর্তন করতে শিখলে সবচেয়ে বেশী মঙ্গল লাভ হবে। ভগবানের ভক্তগণ সদা সেবাতুর হয়ে তাঁর ধাম তাঁর নাম তাঁর কাম এর সেবা করবে। ভগবানের এই ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় রূপ গুণ লীলা হৃদকর্ণকে রসায়িত করে ও আমাদের ভগবদ্মুখী করে দেবার চেষ্টা করে। উদার বিগ্রহ গৌরসুন্দর। উদার তাঁর ধাম, উদার তাঁর নাম এবং উদার তাঁর ভক্ত। সবথেকে বেশী উদার হচ্ছেন তাঁর ধাম। নবদ্বীপ ধামের ধূলায় ধূলায় রয়েছে সেই উদারতা কেননা, গৌরসুন্দর নিজে সেই সেই রাস্তায় সেই সেই জায়গায় তাঁর ভক্তগণকে নিয়ে পরিক্রমণ করিয়েছেন এবং আমাদের করবার জন্য কথা রেখে গেছেন। সেইজন্য আমরা যতই Cautious হই, যতই চোখ কান খোলা রেখে আমরা এসব দর্শন করব, লীলা মন্দির আদি যা আমরা শুনলাম তাঁর কথা এটাই মঙ্গল আনয়ন করবে। জগতের যে Current চলছে তার সঙ্গে এর Current টা মেশে না। মেশে না বলে এটা একঘরে করে দেওয়ার মতো রাখা আছে। Prisoner দের যেমন Prison Cell এ রাখা হয় কেবল ভয় দেখাবার জন্য তাকে শোধন করবার জন্য। মেরে ফেলবার জন্য নয়। ভগবানের এই যে নাটের শালা অর্থাৎ নাট্যমন্দিরাদি করা হয়েছে এখানে সেই সমস্ত কথাগুলোর অনুস্মরণ আনিয়ে দেয়। জগতের জীব সব দুঃখী, কেন? তারা কৃষ্ণভোলা ছিল, মহাপ্রভু এসে তাদের জাগালেন।

''জীব জাগো জীব জাগো গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে ॥''

(ভঃ বিঃ গীঃ)

তাদের জাগাবার জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছে, তিনি সব ভক্তগণকে নিয়ে সংকীর্ত্তন রসে নিমগ্ন করিয়েছেন। নিজে হয়েছেন এবং অপরকে করিয়েছেন নিজে নেচেছেন অপরকে নাচিয়েছেন—

'আপহি ভোর ভুবন করু ভোর'।
নিজ পর নাহি সবার দেয় কোর ॥

এই যে সুনিপুণ লীলা মহাপ্রভুর এর কতটুকু আমরা অনুধাবন করতে পারি, কতটুকু আমরা পাই চিত্তের মধ্যে। আমাদের চিত্তটা তো ভরে গেছে বাইরের জগতের কথাবার্তায়, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জগতের জড়ীয় সুখ লাভ করবার জন্য। যা কিছু আমরা করি সব তো ভরাই আছে। কিন্তু মহাপ্রভু এত দয়াল, এত উদার যে এসবের মধ্যেও তিনি তাঁর প্রচার চালিয়ে গেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সব করেছেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে বাকী ২৪ বছর প্রচারলীলা করে তিনি কৃষ্ণ লীলাকে অনুভব দেবার জন্য শ্রীরূপ সনাতন আদি ভক্তগণ, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ এরকম কিছু ভক্তগণ ও শ্রীজীব গোস্বামী

পাদের দ্বারা Statement তিনি রেখে গেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁকে ভূষিত করবে মানুষ। শুধু একদেশের মানুষ নয় সব দেশের মানুষ যাতে এত আনন্দের সন্ধান পায় তাহলে সার্থক আমাদের কৃষ্ণ অনুশীলন। কত লোকের উপকারে এসেছে, কত আত্মা মুক্ত হয়ে ভক্ত হয়েছে, এসব জিনিসগুলো আমাদের Point out করে রাখা দরকার। **জগতের ৯৯ শতাংশ লোক ভগবানের ভজন করছে না বলে আমাদের নিরাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, যদি একজনকে আমরা পাই ভজন করবার জন্য তো তাকে নিয়ে চলব এরকম দর্শন নিয়ে চলাই শ্রেয়।**

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্ত্যাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিত যে অমৃতের মতো, অমৃতের Taste যে পেয়েছে সে কখনো অন্যদিকে যাবে না। এইরকম একটা দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুবর্গ আমাদের সামনে এ সমস্ত জিনিস রেখে গেছেন খুব কষ্ট স্বীকার করে। বহুকষ্ট স্বীকার করিয়ে, দুঃখের মধ্যে ফেলে, আনন্দের মধ্যে ফেলে মায়াদেবী আমাদের attention করাবার চেষ্টা করেছেন। শুদ্ধভাবটাকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেইজন্য **মহাআনন্দের কথা যে মহাজনগণ কৃষ্ণ কৃপার পদতলে কৃপা মূর্তিকে ধরে রেখেছেন।** বিগ্রহ অনন্ত শক্তিমান এবং বিগ্রহের অনন্ত গুণ এসব রেখে গিয়েছেন। স্বরূপ শক্তির দ্বারা লীলা বিস্তার করে লীলা পুষ্টির সাধন করেছেন। শ্রীগুরুমহারাজ, তিনি নৃত্য পরায়ণ ছিলেন, কীর্তন পরায়ন ছিলেন এবং সুচতুরতা তাঁর মধ্যে ছিল।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ জন, নিজজন এবং তিনিও তাঁর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনটি সেবা রেখে গিয়েছিলেন যা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে দিয়ে করিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর কথা প্রচার করা আর যেসব গ্রন্থ হারিয়ে যাচ্ছে library করে Modern Science-এর দ্বারা তাদের নতুন করে দেওয়া কি ফটো কি ধাম, কি কথা, কি বিগ্রহ।

নাম বিগ্রহ স্বরূপে, তিনি একই স্বরূপ দু'য়ে ভেদ নাই। কেননা, এই সমস্ত সিদ্ধান্তে যদি পারঙ্গত হই আমরা তাহলে এই সিদ্ধান্ত ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কোথায় যাব আমরা? কোথাও তো যাওয়ার উপায় নাই। তাঁরা চোখ কান বন্ধ করে Royal Road এ নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। Royal Road -এ যারা চলবেন তখন তাদের Royal Road এর সুবিধা নিয়ে চলতে হবে। চক্ষু বন্ধ করে চললেও চলতে পারবে। ❑

অবধূতোপাখ্যান

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অপর যেমন কোন রসিক ভক্ত সর্ব্বরস আস্বাদ্য হইলেও জড়রসে নিলিপ্ত থাকিয়া হরিরসে আসক্ত ও অনুরাগী হন, তদ্রূপ এই জিহ্বা ও ঘৃতাদি সর্ব্বরস আস্বাদ্য হইলেও তত্ত্বৎ রসে অনুরক্ত হয় না, কিন্তু তাম্বুলরস সম্পর্কে অরুণবর্ণ ধারণ করে, এতাদৃশ পরোপকারী গুরু হইলেও গুরুদাসের কুনপাত্মবাদী অর্থাৎ স্বীয়দেহে 'আমি আমার' বুদ্ধি করা উচিত নহে।

এক দিকে জিহ্বা এই শরীরকে রসের মধ্যে আকর্ষণ করিতেছে। অন্যদিকে তৃষ্ণা ইহাকে জলের প্রতি টানিতেছে। কোন দিকে শিশ্ন, কোন দিকে ত্বক্, কোন দিকে উদর, কোন দিকে কর্ণ, কোন দিকে ঘ্রাণ, কোন দিকে চপল চক্ষু ও কোন কোন দিকে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল এক গৃহপতিকে বহুসপত্নীর ন্যায় আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। অতএব,—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ এই দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশুযোনিতে পতিত না হইতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরমকল্যাণ লাভের জন্য প্রযত্ন করিবেন। কেন না, পশ্বাদি যোনিতেও বিষয়ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।— এই বলিয়া সেই অবধূত ব্রাহ্মণ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ❑

কলকাতায় শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

বৈষ্ণব জগতে নিত্যলীলা চলছে তাই জনমানসে হয়। তথাপি 'জন্মোৎসব' বা 'জন্মাষ্টমী' শব্দটি কথা সাধারণের বোধগম্য বলেই প্রচলিত। এই জগতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছে আজ থেকে ৫২৯ বছর পূর্বে। লীলা-বিলাসী পুরুষোত্তমের আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় ধীরে ধীরে এই গৌরজয়ন্তী উৎসবের প্রচার প্রসার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গৌরানুগের প্রচারে ভারতবর্ষের বাইরেও এর প্রসার ঘটেছে। বিশ্বজোড়া গৌরভক্তগণের বড় আনন্দ। যশোদা-নন্দনের থেকেও কোনও গুণে অধিক অথচ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের অধিদেবতা, হরি, ঈশ্বর, ত্রাতা। আমরা সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁর আরাধনা করি। কি সুন্দর সহজ সরল এই পথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নির্মল বিশুদ্ধ প্রেমের স্পর্শ দান করলেন জগতকে। ভূয়ো, মিথ্যা, নকল প্রেমে মেতে থাকা এ সংসারের কলিহত জীবগণ মহাপ্রভুর আগমনে মেতে উঠলো কৃষ্ণপ্রেমে। কৃষ্ণে কেবল ভগবত্তা জ্ঞান হৃদয় থেকে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি যে প্রিয়জন আপনজন, তাঁকে নিজের মতো করে ভালোবাসা যায় এ বোধ জাগিয়ে দিলেন মহাপ্রভু। এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পুরুষোত্তমের ভোগ্য হয়ে নিজেকে উপস্থাপিত করার পথ মহাপ্রভুর কৃপায় জগৎ-জীবের চেতনায় এলো। ভগবৎ প্রেমে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার পথ মহাপ্রভু আবিস্কার করলেন তাও এক সহজ সরল সাধন পথে 'সংকীর্ত্তনের' দ্বারা। কলিহত জীবের পথপ্রদর্শক সেই মহাবদান্য অবতারের আরাধনা আমাদের ভাগ্যে এসে উপস্থিত হলো।

দোলে গৌরপূর্ণিমাতে মেতে উঠলো নবদ্বীপ ভূমি। দিকে দিকে কেবল সংকীর্ত্তনের রোল, সুবিস্তৃত শোভাযাত্রা, সাধু সন্ন্যাসীর ঢল নামল নবদ্বীপে। দেশী-বিদেশী সকল ভক্তদের কপালে সুন্দর তিলক, হাতে জপের মালা, মাথায় চৈতন্যশিখা প্রায় মাসাধিক কালব্যাপী প্রত্যন্ত গ্রামবাসী-শহরবাসী, বাঙালী-হিন্দুস্থানী, উড়িয়া-তামিল, রাশিয়ান-জাপানী, আমেরিকান-ইউরেপীয়ান, ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ সকলে মেতে উঠলো এই জন্মোৎসবে। সাক্ষী রইল নবদ্বীপের বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী ও নদ-নদী। আর যারা ধামে বাস করেও জড়ভোগে মত্ত রয়েছেন তারা প্রমাদ গুণলেন।

তার মধ্যে কোলকাতা নগরবাসীও বাদ পড়লেন না এবছর। গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে অন্যান্য সকল গৌড়ীয় ও শ্রীগৌরাঙ্গকে বহুমানন করেন এমন বহু সম্প্রদায় সম্মিলিত-ভাবে গত ৮ই মার্চ নগরবাসীকে শ্রীচৈতন্যের হরিকীর্ত্তন ধ্বনিতে মাতিয়ে তুললেন। মধ্য কোলকাতা থেকে উত্তর কোলকাতা পর্যন্ত এই বিশাল নগরসংকীর্ত্তনে যোগদান করলেন দেশী-বিদেশী কয়েকটি সম্প্রদায়, বেশ কয়েকটি গৌড়ীয় মঠ এমনকি অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ও। সঙ্গে রইল কয়েক হাজার গৌরভক্ত।

সেই সঙ্গে আয়োজিত হলো উত্তর কোলকাতাস্থিত ভগিনী নিবেদিতা উদ্যানে চর্তুদিবসীয় শ্রীচৈতন্য মেলা। অপূর্ব উৎসাহ উদ্যমে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ কলকাতায় শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব পালন করলেন। বিশাল-ভাবে আলোচিত হলো মহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য। কলকাতার বিদ্বৎসমাজ সহ সকল সম্প্রদায়ের অধিকারীগণ তারস্বরে গাইলেন চৈতন্যের গুণগান। হয়তো পূর্ব প্রচারের অভাবে অনেকে এই উৎসবে উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হলেন। কিন্তু, আশা আছে গৌরভক্তগণের হার্দিক ইচ্ছায় প্রতিবছর এই উৎসব নগরবাসী দেখতে পাবেন। সেই সঙ্গে তাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হবে। শ্রীচৈতন্যের নির্মল প্রেমে তাদেরকেও ভাসতে দেখবো।

কলকাতায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটি আধ্যাত্মিক চেতনার পীঠ স্বরূপ। এই সেইস্থান যার উপর দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এইস্থানেই সেই গঙ্গা উত্তরবাহী হয়ে বাগবাজারকে কাশীর মর্যাদায় স্থাপিত করেছে। ফলস্বরূপ বহুমানব অন্তর্জলী যাত্রার সাক্ষী হয়েছে এই গঙ্গার তীরে। বহু মহামানবের পদধূলিত ধন্য হয়েছে বারংবার। বহু খ্যাতিসম্পন্ন মানবের আবাসভূমি এই বাগবাজার আজও খ্যাতির শিখরেই স্থিত। প্রাচীন ঐতিহ্যময় এই পূণ্যস্থানে চৈতন্য চেতনায় জেগে উঠুক এ বড় আনন্দের কথা। চৈতন্য ভাবধারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গৌড়ীয় জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য পদাঙ্কপূত এই স্থানে সুবিশাল গৌড়ীয় মঠ স্থাপন

করেছেন। তাঁর অন্তর্ধান লীলাভূমি আজ ধীরে ধীরে বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে—এ বড় আনন্দের কথা।

আজকের হিংসা-দ্বেষ-কাম কলুষিতায় দূষিত বাতাবরণে শ্রীচৈতন্য প্রেম ব্যতীত বাঁচবার আর কোন রাস্তা নেই। স্বার্থময় প্রেমশূন্য জগতে বেঁচে থাকার কোন আনন্দ নেই। তাই বিশেষ প্রয়োজন শ্রীচৈতন্য ভাবধারার জাগরণের। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব দিকে দিকে বিস্তার লাভ করুক, ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণগুলো শীতল হোক্। অজ্ঞানতার ঘোর কাটিয়ে সমাজ বাস্তব প্রেমময় জীবনে জেগে উঠুক। সেটাই হবে শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসবে আসল লাভ। তবেই আমাদের গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ প্রসন্ন হবেন—এই আমার বিশ্বাস। ❑

শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব—২০১৫

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কোলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ৬৮ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত বাগবাজারস্থ নাট্যমন্দিরে গুরুপূজা মহোৎসব হরিকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারী শ্রীল গুরুদেবের অনুগত্যে ও সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় গুণ্ডিচা মার্জন সকাল ৯টা হতে শুরু হয়। এই উপলক্ষে শ্রীমন্দির নাট্যমন্দির, গুরুবর্গের ভজন কুটীর, ভান্ডার ঘর রন্ধনশালা, অতিথিশালা, বৃদ্ধাশ্রম আদি মঠের সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ অতি সুন্দরভাবে পরিস্কার করে নিজ নিজ চিত্তের মার্জন বা চিত্তের মলিনতা দূরীকরনের দ্বারা হৃদয় মন্দির সুন্দর ও পবিত্র করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীগুরুপূজার অধিবাস দিবস। এইদিন শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির আলপনা ইত্যাদি দ্বারা শোভিত করা হয়। নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে গুরুবর্গের সুসজ্জিত মঞ্চ এবং পার্শ্বে শ্রীল গুরুদেবের আসন নির্দ্দিষ্ট করা হয়। শ্রীমন্দিরে কদলী বৃক্ষ মঙ্গলঘট ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সকল গুরু বর্গের আলেখ্যে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয় এবং তাঁদের কৃপার্শীবাদ প্রার্থনা করা হয়। অপরাহ্ন হতে নাট্যমন্দির সংকীর্ত্তন মুখরিত হয়ে ওঠে ভাবাবিষ্ট হয়ে ভক্তগণ গুরুমহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। শ্রীভুবন মোহন দাস ব্রহ্মচারী শ্রীল গোস্বামীপাদের রচিত কীর্ত্তন বিচিত্রা হতে নব নব কীর্ত্তন দ্বারা ভক্ত হৃদয় আনন্দের সঞ্চার করেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রভাতী কীর্ত্তন, শ্রী চৈতন্যভাগবত পাঠ, মঙ্গলআরতি শ্রী নবদ্বীপধাম পরিক্রমা আদি দৈনিক ভক্তাঙ্গসমূহ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হন। গুরুদেবের আরতি অন্তে তাঁর ভজন কুটীরে কীর্ত্তন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে নাট্যমন্দির ও গুরুবর্গের ভজন কুটীর মনোরম ভাবে সুসজ্জিত করা হয়।

সকাল ১০টা হতে শ্রীনাট্যমন্দিরে ভজন কীর্ত্তনাদি অন্তে সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় শ্রদ্ধাঞ্জলী পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ গুরুমহিমা সম্বন্ধে বলেন—গুরুদেব দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন। গুরুকে কর্ণধার করে যদি আমরা ভজন করি শ্রীভগবান তা গ্রহণ করেন, ভগবান বলেছেন—আমি পূজা ধ্যান ধারণা ইত্যাদি দ্বারা যত না সন্তুষ্ট হই তার থেকে বেশী সন্তুষ্ট হই গুরুসেবা দ্বারা। অতঃপর গোদ্রুম মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ গুরুবন্দনান্তে বলেন—সংসারে শিক্ষাগুরু আমাদের পরমপদ লাভ করাতে পারেন না। এর জন্য প্রয়োজন দীক্ষাগুরু। গুরুদেব হলেন ভগবানের কৃপামূর্ত্তি, তিনি নিজে আচরণ করে সমস্ত অনর্থকে নাশ করে শিষ্যকে ভগবানের চরণে পৌঁছে দেন, পরিশুদ্ধ করে তিনি ইষ্টদেবের শ্রীচরণে অর্পণ করেন। যদি এ সেবার অধিকার লাভ করতে হয় তবে

গুরুপাদপদ্মের চরণে আসা প্রয়োজন। এরপর গয়া মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ সিদ্ধান্তি মহারাজ বলেন—ভগবানের সেবা পাওয়ার অধিকার সকলের আছে। ভগবানের প্রিয় ভক্ত হিসাবে গুরুপূজা করলে ভগবানের আশীর্বাদ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। বৈষ্ণবগণ ভজনে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু সংসার থেকে উদ্ধার পাবার দায়িত্ব গুরুদেবকে দিয়েছেন শ্রীভগবান।

অতঃপর বাগবাজার মঠের সেবক শ্রীসুব্রত প্রভু শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। তিনি বলেন গুরুকে মর্ত্ত বুদ্ধি করতে নেই। গুরুদেব ভগবানের নিজজন। শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী বলেন—গুরুদেবতাত্মা। গুরুদেব ভগবানের কৃপামূর্ত্তি, সেবক ভগবান। তিনি চিদ্‌বল প্রদান করেন। গুরুদেবের কাছে যখন যাই তিনি বলেন সহ্য করতে শেখো, তোমরা আমার বাগানের মধ্যে এক একটি পুষ্প। এই পুষ্প চয়ণ করে আমি ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করি। শত বাধা বিপত্তি এলেও ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

অতঃপর কুরুক্ষেত্র মঠের শ্রীপাদ প্রপন্নকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন—গৌড়ীয়দের কীর্ত্তনই প্রধান। সেই কীর্ত্তন রসিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। অতঃপর শ্রীল গুরুদেবকে ১২-১৫মিঃ-এ নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করিলে বৈষ্ণবগণ শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি কীর্ত্তন সহযোগে চামর পাখা ব্যঞ্জন করতে করতে নাট্য মন্দিরে আনয়ন করেন। প্রথমে শ্রীল গোস্বামীপাদ শ্রীল গুরুমহারাজের, শ্রীল আচার্য্যপাদের আলেখ্যে মাল্যর্পণ করেন। তিনি আসন গ্রহণ করলে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবকে মাল্যার্পন করেন।

পরাবিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী বলেন—আমরা শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আছি, যিনি নিত্যানন্দ অভিন্ন তত্ত্ব। গুরুদেব সেবক ভগবান। গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ধারায় অবতীর্ণ। গুরুসেবা বা শরণাগতি ছাড়া আমরা ভগবদ রাজ্যে অবতীর্ণ হতে পারি না।

অতঃপর গৃহী ভক্তদের মধ্যে শ্রীশ্রীশচীসুনু দাসাধিকারী, (২৪ পরগণা), শ্রী অদ্বয় কৃষ্ণ দাসাধিকারী (বীরভূম), শ্রী ঋষি দাস (বেনারস), শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দাসী (কটক), শ্রীমতি মনি মঞ্জুরী দাসী (কোলকাতা), শ্রীমতি শাশ্বতী দাসী (মুম্বাই) শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করেন।

অতঃপর মিশনের পূজ্যপাদ সেবাসচিব সন্নাসী মহারাজ বলেন—জন্মতিথি পালন করার একটা মহিমা গৌড়ীয় জগতে রয়েছে। প্রতিদিন আমরা তাঁকে প্রণাম করি কিন্তু গুরুদেব আজকে যে কৃপা করবেন তা অহৈতুক কৃপা। তিনি কৃপা দেবার জন্য ব্যগ্র । আমরা যে প্রণাম করি সেবা করি তা পেয়ে তিনি আনন্দিত হন। যদি আমাদের জীবন ভজনময় হয় তাতে তিনি বেশী আনন্দ পান।

দুপুর ১।৪৫মিঃ পরমারাধ্যতম গুরুদেব নীতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন, তিনি বলেন—গুরুপূজা করলে ঈশ্বর পূজা হয়। ভগবানের স্থানে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়।

এরপর দুপুর ১।৩০ মিনিটে গোস্বামীপাদের আবির্ভাব তিথি পূজা আরতি অন্তে সকল ভক্তগণ গুরুদেবের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী অর্পন করেন। মধ্যাহ্নে আরতি অন্তে প্রায় এক হাজার ভক্তমন্ডলীকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-দেব তাঁর ভজন কুটীর অধিষ্ঠান করে শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠ শ্রবণ করেন। বৈকাল, রাত্রিতে সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠ করেন, পরদিন শিবরাত্রি ব্রতোপবাস উপলক্ষ্যে দুপুরে শিবের পূজা, ভোগ আরতির পর অনুকল্প গ্রহণ করা হয়। এইভাবে গুরুপূজা মহোৎসব সমাপ্ত হয়। ❑

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ (সহসেবাসচিব গৌড়ীয় মিশন)

গৌড়ীয় মিশনের প্রকটাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও প্রায় এক পক্ষকাল ব্যাপী মহাসমারোহে শ্রীগোদ্রুম বিহারী ও শ্রীরাধা গোবিন্দের সুখ সম্পাদনার্থে বিপুলভাবে নাম-সংকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১।২।১৫ হতে ২৭।২।১৫ পর্যন্ত পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের কৃপার্শীবাদ-প্রার্থনা পূর্বক মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গৌরলীলা কথা পরিবেশন করেন। পরমারাধ্যতম

শ্রীল গুরুদেব২১।২।১৫ তারিখ প্রারম্ভিক ভাষণের দ্বারা উক্ত অনুষ্ঠানের মঙ্গল সূচনা করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ উক্ত সাতদিন প্রত্যহ পূর্বাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং অপরাহ্নে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রণীত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ শতকের অবলম্বনে শ্রীধাম প্রভু ও শ্রীধাম নবদ্বীপের মহিমা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোক-পাত করেন। উক্ত হরিকথা শ্রবণে মঠবাসী তথা গৃহস্থ ভক্তগণ বিশেষভাবে উৎসাহিত হন।

নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার একটি দৃশ্য

২৭।২।১৫ তারিখ অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস দিবস শ্রীভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন মন্দিরে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীধাম মহিমাসূচক ভাষণের দ্বারা শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার সূচনা করেন।

২৮।২।১৫ তারিখে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস গোদ্রুম ধামস্থ শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে উষা কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারতি কীর্তনাদি যথাবিধি অনুষ্ঠানের পর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের মঙ্গলরাত্রি-কান্তে শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ শিরে ধারণ পূর্বক প্রসাদি মাল্য দ্বারা বিভূষিত হয়ে ভক্তগণ প্রাতঃ ৬.৩০ মিঃ শ্রীগোদ্রুমমঠ থেকে শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রম-নোদ্দেশ্যে তিনটি সংকীর্তন দল সহ যাত্রা করেন।

প্রথম সংকীর্তন দলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ শ্রৌতী মহারাজ এবং সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর দাস, শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ। দ্বিতীয় সংকীর্তন দলের পরিক্রমার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তি-নিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি আচার অবধুত মহারাজ এবং শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ এবং সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীজগমোহন দাস, শ্রীগোরাচাঁদ দাস ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ তৃতীয় সংকীর্তন দলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিদীপক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদভক্তি-বৈষ্ণব বোধায়ন মহারাজ ও সহযোগিতায় শ্রীভক্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবনমালী দাস, শ্রীপ্রভুপদ দাস ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ।

সংকীর্তন দলত্রয় সরস্বতী নদী পার হয়ে কীর্তন করতে করতে শ্রীমাধাই ঘাট, নিদয়া ঘাট, বারকোণা ঘাট অতিক্রম পূর্বক দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে জন্মস্থান যোগপীঠ, গঙ্গানগর, পৃথুকুণ্ড ও শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পাট রেখে শ্রীরুদ্রদ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথায় বহুক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন এবং বিগ্রহগণের আরাত্রিকান্তে যথারীতি শ্রীমন্দির পরিক্রমা

গৌর কথারত সেবাসচিব মহোদয়

করা হয়; অতঃপর মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ স্থানমাহাত্ম্য কীর্তন প্রসঙ্গে বলেন—"বহু প্রাচীনকালে পৃথু মহারাজ যিনি সমগ্র পৃথিবীকে সমতল করণকালে এই স্থানগুলি খননকালে হঠাৎ জ্যোতিপুঞ্জ দর্শন করেন। জ্যোতিবিদগণের গণনায় জানতে পারেন যে কলিযুগে প্রেম ও দয়ার ঠাকুর গৌরহরি এইস্থানের অনতিদূরে আবির্ভূত হয়ে গোলোকের গূঢ়ধন উন্নতউজ্জ্বল প্রেমরস প্রচার করবেন। পরবর্ত্তীকালে অধিক গর্ত্তময় স্থানটি কুণ্ডে পরিণত হয়ে পৃথুকুণ্ড নামে পরিচিত হয়। গঙ্গানগরের

মহিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেন—এক সময় সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞকালে কপিল মুনির (গঙ্গা সাগরস্থ নিরীশ্বর সাংখ্য প্রণেতা) অভিশাপগ্রস্ত হয়ে সবংশে ভস্মীভূত হন। পরবর্ত্তীকালে উক্ত বংশেরই রাজা ভগীরথ পিতৃপুরুষ-গণের উদ্ধারকল্পে গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হন। গঙ্গাদেবী ভূতলে অবতীর্ণ হলে তজ্জলে তর্পনের মাধ্যমে পিতৃপুরুষ-গণ উদ্ধার হবে তজ্জন্য গঙ্গাদেবীকে হিমালয় হতে আনয়ন কালে এইস্থানে গঙ্গাদেবী মাঘমাসে অবস্থান করেন এবং স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরহরির জন্মতিথি ফাল্গুন মাসে উৎযাপন পূর্বক ভগীরথের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এই স্থানের নাম গঙ্গানগর। উপযুক্ত স্থানগুলি কীর্ত্তন করতে করতে পরিক্রমণ করে যেস্থানে ভক্তগণ উপস্থিত হয়েছেন সেই স্থানের নাম রুদ্রদ্বীপ। মহাজনের ভাষায়—

''গঙ্গাতীরে রুদ্রদ্বীপ অতি রম্যস্থান।
রুদ্র ইহা নৃত্য করে গৌরগুণগান।''।

এস্থানে নীল-লোহিত রুদ্রগণ নিত্যকাল গৌরগুণ লীলা নৃত্যের সঙ্গে কীর্ত্তন করেন। কদাচিৎ শ্রীবিষ্ণুস্বামী শিষ্যগণ সহ এইস্থানে উপনীত হন এবং স্তুতিস্তবাদি করেন। বৈষ্ণব সভায় রুদ্রদেবকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুস্বামী বিস্মিত ও অভিভূত হন এবং রুদ্রদেবের স্তব করেন। রুদ্রদেব বর প্রার্থনা করতে আদেশ করলে শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রদেবের নিকট হতে ভক্তিসম্প্রদায়ের সিদ্ধিলাভের প্রার্থনা জানান। সেই থেকে রুদ্রদেবের কৃপায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় 'রুদ্র'সম্প্রদায় নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি এই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। এইস্থানে পাঠ-কীর্ত্তনাদি অন্তে পরিক্রমা পার্টি মেঘারচর ও ধীরসমীর অতিক্রমপূর্বক বিল্বপুষ্করিণী তথা সীমন্তদ্বীপে উপনীত হন। পরমরাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব কীর্ত্তন পার্টি পৌঁছিবার পূর্বেই ঐস্থানে আগমন করেছিলেন। কিছুক্ষণ নৃত্যগীত কীর্ত্তনের পর এইস্থানের স্থানমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে সেবাসচিব মহোদয় বলেন—সত্যযুগে মহেশ্বর গৌরাবির্ভাবের কথা জানতে পেরে এস্থানে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করতেছিলেন তদ্দর্শনে পার্বতীদেবী মহাদেবের নিকট গৌরাবির্ভাবের কথা শুনে ''এস্থানে গৌরের আরাধনা করেছিলেন। গৌরহরি দর্শন দিলে তাঁর পদধূলি সীমন্তদেশে ধারণ করায় এইস্থানের নাম সীমন্তদ্বীপ। এইস্থানে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব স্থান মহিমা প্রসঙ্গে বলেন—এইস্থান অভিন্ন বৃন্দাবনের বেলবন। বিল্বপুষ্করিণী নামে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মীদেবী নিজ চেষ্টায় রাসলীলায় প্রবেশ করিতে না পারায় এইস্থানে তপস্যা করেছিলেন কিন্তু রাসে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।'' তৎপরে কীর্ত্তনান্তে ভক্তদের মুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। তারপর পরিক্রমা পার্টি বামনপুকুর, চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন গোদ্রুমমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্বগণসহ কীর্ত্তনরত শ্রীল গোস্বামীপাদ

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস ১ লা মার্চ, ২০১৫ তারিখ হরিবাসর তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ শিরঃধারণ করত পরিক্রমা পার্টি গোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমণোদ্দেশ্যে যাত্রা করে প্রথমে সরস্বতী নদীর তীরে সুরভীকুঞ্জ দর্শন ও প্রণাম করে গোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে উপনীত হন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব তথায় যথাসময় উপস্থিত হলে ভক্তগণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে উদ্দণ্ড নৃত্যগীত কীর্ত্তন করেন। শ্রীল গুরুদেব সহ ভক্তগণের পরিক্রমা ও আরতি অন্তে কয়েকটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত কীর্ত্তন করা হয়। সময় অভাবে হরিহর-ক্ষেত্রে স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়। তথা হতে পরিক্রমা পার্টি কীর্ত্তন করতে করতে হরিহরক্ষেত্রে উপনীত হন। সম্মুখে অলকানন্দা প্রবাহিতা। হরিহরক্ষেত্র জয় শ্রীহংসবাহন। 'অলকানন্দার তীরে মহাবারাণসী'—কীর্ত্তন করতে করতে বার চতুষ্টয় পরিক্রমা ও আরতি নৃত্য করা হয়। স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে গিয়ে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন—গোদ্রুম দ্বীপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি পীঠ আমরা দর্শন করেছি। তিনি কর্মজীবনে ঐস্থানে অবস্থান করতেন। ঐস্থান থেকে একদিন মধ্যরাত্রে হুলোর ঘাটের দিক থেকে

আলোকময় অট্টালিকা দর্শন করেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীধাম বৃন্দাবন হতে সিদ্ধপুরুষ বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের দ্বারা গৌরজন্মভিটা রূপে ঐস্থানটিকে প্রতিপন্ন করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি ধর্মের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। *(ক্রমশ)*

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা ও পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শততম বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে আলোচনা সভার বিবরণী

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরের শ্রীগৌরসুন্দরের ৫২৯ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিতে শ্রীগোদ্রুমধামস্থ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর স্মৃতিসভা

সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে বৈকাল ৩টায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে পরমগুরু পরমহংসকূল চূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শততম বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী গুরুবর্গের জয় বন্দনান্তে শ্রীপাদ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য লীলার কথা পরিবেশন করেন। তারপর শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ আদি মহারাজগণ পরপর শ্রীধাম মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁর বিস্তৃত ভাষণে মিশনের সম্বৎসর কালের কার্য্যাবলীর একটি চিত্র তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে তিনি পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য লীলার কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি মিশনের প্রবীণ বৈষ্ণবগণের সেবার প্রশংসাপূর্ব্বক শ্রীধাম প্রচার কার্য্যের পাঁচটি প্রচার পার্টির সদস্যগণের, উৎসবে অংশগ্রহণ-কারী ও সেবার সাহায্যকারী ভক্তগণের ভুরি ভুরি প্রশংসা করেন। তিনি মিশনের কার্য্যাবলীর নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করে শোনান।

নির্য্যাণ

তিনি গত বৎসর শ্রীগৌরজয়ন্তী পর থেকে মিশনের যে সকল প্রবীণ বৈষ্ণব, মঠবাসী ও গৃহস্থ অপ্রকট করেছেন তাদের নাম প্রকাশ করেন।

১। গত ১৭ ই মার্চ, ২০১৪ পূর্বমেদিনীপুরের পার্বতী-গ্রাম নিবাসী শ্রীল গুরুমহারাজের শিষ্যা শ্রীমতি সরযুবালা দাসী অপ্রকট লীলা করেন।

২। গত ২৯ শে আগষ্ট, ২০১৪ রাঁচী ঝাড়খণ্ড নিবাসী শ্রীকলিপাবন দাসাধিকারী অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন।

৩। গত ৩ রা ডিসেম্বর, ২০১৪ মঠবাসী শ্রীল গুরুমহারাজের শিষ্য শ্রী বামাচরণ দাস ব্রহ্মচারী অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন।

৪। গত ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৪ কলকাতা নিবাসী শ্রীতারানাথ দাস অধিকারী কলকাতাস্থিত নিজগৃহে অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন।

নির্মাণ কার্য্য

এ বৎসর মিশনের উদ্দোগে ২০১৩ সালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। বর্ত্তমানে নির্মাণ কার্যরত। ২০১৬ সালে নভেম্বর মাসের মধ্যে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত ১৫ ই এপ্রিল কলকাতায় গিরিশ মঞ্চের বিপরীতে শ্রীচৈতন্যদ্বার এর উদ্বোধন করা হয়েছে। নবদ্বীপে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে যাত্রী-নিবাস কার্য সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য শাখা সমূহের

মধ্যে রেমুণা, পুরী মঠের নির্মাণ কার্যরত।

সমাজসেবামূলক কার্য্য

সমাজসেবা মূলক কার্য্যের মধ্যে এবছর যে যে স্থানে মেডিকেল ক্যাম্প ও শীতবস্ত্রবিতরণ করা হয়েছে তার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১। গত ৩০ শে মার্চ, ২০১৪ রবিবার বেলা ১১ টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত কলকাতা ফণিভূষণ বিদ্যামঞ্চের সামনে ঝঙ্কার ক্লাবের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬১ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

২। গত ১৩ ই মে, ২০১৪ আমলাজোড়া মঠের সামনে হাই স্কুলে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবিরে প্রায় ৫০০ জন রোগীর নিঃশুল্ক চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৩। গত ২৬-২৯ জুন, ২০১৪ চারদিন ব্যাপী উড়িষ্যার পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২২৫ জন দুঃস্থ রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৪। গত ২০ শে জুলাই, ২০১৪ বেলা ১২ টা হতে সন্ধ্যা ৫.৩০ মিঃ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগর থানাস্থিত বেলেদুর্গানগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১২৫ জন দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৫। গত ২ রা নভেম্বর, ২০১৪ বীরভূম জেলায় লাভপুর থানা অন্তর্গত কামোদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবিরে প্রায় ২০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৬। গত ৩০ শে নভেম্বর, ২০১৪ গৌড়ীয় মিশনের পরিচালনায় নদীয়া জেলায় স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে নিঃশুল্ক চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষণ শিবিরে প্রায় ১০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়।

৭। গত ২১ শে ডিসেম্বর, ২০১৪ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রঘুনাথপুরে একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ১০০ জন রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৮। গত ৫ই জানুয়ারী, ২০১৫ আসামস্থিত মাজবাট অন্তর্গত বাহাদুর নিজরাপাড়া ব্রহ্মমন্দিরে উগ্রবাদী পীড়িত আদি-বাসীদের শরণার্থী শিবিরে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক প্রায় ৭০০ জন আদিবাসীদের খিচুরী প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৯। গত ১১ ই জানুয়ারী, ২০১৫ রবিবার আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে শীতবস্ত্র বিতরণ শিবিরে প্রায় ৪৫০ জন দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ করা হয়।

১০। স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ ই মার্চ, ২০১৫ সাতদিন ব্যাপী প্রায় ৭০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয় ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

শিক্ষাপ্রচার কার্য্য

এবছর শিক্ষামূলক কার্য্যের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৭৫ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব ও ১০০ তম তিরোভাব উপলক্ষে সম্বৎসর কালব্যাপী 'শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ' গ্রন্থবিষয়ে প্রায় ৫টি দফায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মঠবাসী, গৃহস্থ আদি প্রায় ১৬৫ জন পরীক্ষার্থী সকলে উৎসাহিত হয়েছেন।

১। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৭৫ তম বর্ষপূর্ত্তি স্মৃতি মহোৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপ গোদ্রুম গৌড়ীয় মঠে গত ৯-১০ মার্চ দ্বিদিবসীয় আলোচনা সভায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ সাহা ও নদীয়া জেলার বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ চ্যাটার্জ্জী উপস্থিত ছিলেন।

২। গত ৯-১১ মে, ২০১৪ আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে ত্রিদিবসীয় বিনোদ চেতনা উৎসবে গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত লীলার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়।

৩। গত ৩-৯ই জুলাই কলকাতা গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যা-পীঠে সপ্তাহকাল ব্যাপী দর্শন শাস্ত্র ভাষা বিষয়ে কর্মশালা উদ্‌যাপিত হয়।

৪। ঊর্জ্জাব্রতকালে রাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ২৩-২৫ অক্টোবর, ২০১৪ ত্রিদিবসীয় ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করান মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ।

৫। কলকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে গত ১-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪, সপ্তদিবস ব্যাপী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত" বিষয়ে পারমার্থিক ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস শ্রীপাদ ভক্তি-সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

৬। গত ১-৩ জানুয়ারী, ২০১৫ উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়িস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংলগ্ন "সুব্রত সংঘ ক্লাব গ্রাউণ্ড" এ

ত্রিদিবসীয় ভাগবত ধর্মসভায় ''শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে বিশ্বভ্রাতৃত্ব'' প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। উক্ত সভায় শিলিগুড়ি জেলা আধিকারিক শ্রীসৌম্যব্রত সরকার, আই. পি. এস্. অফিসার শ্রীজগমোহন আদি বিশিষ্ট গণ্যমান্য অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭। পুনে শহরে মিশনের সেবাসচিব মহোদয় গত ২৫ শে জানুয়ারী, ২০১৫ রবিবার মহারাষ্ট্র প্রদেশের পুনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Vamnicom (Jubilee Hall) এ yarvatra Educational Trust কর্ত্তৃক আয়োজিত Meta Schooling.বিষয়ে আলোচনা সভায় পরাবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮। গত ৭-১০ মার্চ, ২০১৫ গৌড়ীয় মিশনের উদ্দোগে বাগবাজার ভগিনী নিবেদিতা উদ্যান পার্কে শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর ৫২৯ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন, বিশ্ববৈষ্ণব সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচার কার্য্য

১। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছরও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাখামঠ সমূহে হরিনাম দীক্ষা ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

২। বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দ্বারা গঠিত পাঁচটি প্রচার পার্টি ডিসেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্য্যন্ত বাংলা, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম, আদি স্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করেন।

৩। গত ১২ মে—২০ জুন, ২০১৪ মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ লণ্ডনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা প্রচার করেন।

৪। গত ১৫—৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪ প্রায় ১৬ দিন ব্যাপী স্বপার্ষদ পরমারাধ্যতম বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম ও বাণী প্রচার করেন।

প্রকাশন

এ বৎসর গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছেন।

১। শ্রীমদ্ভাগবত ১-১২ টি খণ্ড
২। কীর্ত্তন মালিকা-২য় খণ্ড
৩। আলবরনাথ ও দ্বাদশ আলবর
৪। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী।
৫। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ।
৬। ছবিতে শ্রীগৌরাঙ্গ
৭। Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu
৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা (বাংলা)।
৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা (হিন্দী)।
১০। ভক্তিবিনোদের দয়া করহ বিচার।
১১। কল্যাণকল্পতরু (উড়িয়া) ❑

'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে'

কৃষ্ণা দাসী (কলকাতা)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় কোলকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত এই মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫২৯তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল ৭ই মার্চ থেকে ১০ই মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও গুণীচৈতন্য ভক্তের সমাবেশের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানের জনসমাবেশ ও ধর্মসভার আয়োজন হয়েছিল মঠের নিকটস্থ ভগিনী নিবেদিতা উদ্যানে। সুদীর্ঘ ৪৮ বছর পর এইরকম বিপুল সমারোহে গৌরজন্মজয়ন্তী পালন হল। আয়োজক শ্রীগৌড়ীয় মিশন এবং সমস্ত গৌরানুগগণ আমন্ত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৭ই মার্চ ২০১৫ বিকাল ৫টায় মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে শুভ চৈতন্যমেলার উদ্বোধন হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মিশনের সাধারণ সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুবিশাল আলেখ্যে মাল্যদান করা হয়। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত শ্রীতমালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীচৈতন্য মেলার ঐতিহ্য বর্ণন করেন। কোলকাতা উচ্চআদালতের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী গোরাচাঁদ দে, প্রয়াগ পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয় শ্রী কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং Peoples forum for Sri Chaitanya Mahaprabhu এর সভাপতি শ্রীমতী-ভারতী গাঙ্গুলী সহ সকলেই মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম ও জীবে দয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন। এরপর শ্রীপাদ সাধু মহারাজের (আলালনাথ) ধন্যবাদান্তে সভাপর্ব শেষ হয়। শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দে মহাশয় স্বনামধন্য শিল্পীদের অঙ্কিত প্রদর্শনী দর্শন ও বিক্রয়ার্থে দ্বার উদ্ঘাটন করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কপূত সকল

কলকাতায় নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

স্থানে সংস্কৃতি সভায় আহূত হয় এবং প্রতিদিন সভার শেষে বিভিন্ন রাজ্য তাদের কুশলতা, একদিন করে প্রদর্শন করে সমবেত জনতার দ্বারা অভিনন্দিত হন। রাত্রি ১০টায় অনুষ্ঠান শেষ হলে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করে স্বআলয়ে ফেরেন।

পরদিন রবিবার ৪ই মার্চ 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে' সকাল ৭টার সময় ৩ হাজার ভক্তের এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয় ধর্মতলা থেকে। প্রতিটি নাগরিকের কর্ণে হৃৎ ও কর্ণরসায়ন গৌড়ীয়গণের ডাক পৌঁছায়, যেন বলা হয় ''ওরে গৃহবাসী, মায়াশ্রিত দ্বারখোল, হৃদয়ের দ্বার খোল, স্থলে জলে বনতলে চৈতন্য প্রেমের দোল লেগেছে আয় কিনবি, লুটবি, গড়াগড়ি দিবি, সব হিংসা ভুলে প্রেমে কোলাকুলি করবি আয়''। শোভাযাত্রার পুরভাগে কৃষ্ণপ্রেয়সী বৃন্দাদেবী মস্তকবাহিত হয়ে এগিয়ে চলেন। পশ্চাতে থাকে গৌড়ীয় মঠের ব্যানার ও জয়ধ্বজা বহনকারী দুটি শ্বেত অশ্ব। এরপর থাকে চৈতন্যানুগগণে মায়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করার রণ দামামা অনুরূপ উড়িষ্যার কটক থেকে আগত 'সিংহ বাজা ব্যান্ড' ঘোষণা করে 'অকলক পূর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে দূরে গেল মনের আধার'। শ্রীল প্রভুপাদের বহিঃবিশ্বের প্রচারের অভিযানে সামিল শ্রীল ভক্তি বেদান্ত অভয়চরণ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত ISKCON-ও অংশ গ্রহণ করে। এর পরবর্তী জীবগোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীল প্রভু পাদকর্ত্তৃক পরিচালিত বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সদস্যগণ পূজ্যপাদ পরমাদ্বৈত মহারাজের নেতৃত্বে অংশ নেন। এরপর আচার্য পূজ্যপাদ বোধায়ন মহারাজের নেতৃত্বে শ্রী গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ অংশগ্রহণ করেন। দিল্লি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পূজ্যপাদ বিষ্ণু মহারাজের নেতৃত্বে শোভাযাত্রায় সামিল হন। এরপরই মূল অংশে থাকে শ্রী গৌড়ীয় মিশন, তাঁদের ব্যানারের পর আসাম থেকে আগত মাথায় তিনটি করে মঙ্গলকলস নিয়ে মহাপ্রভুর যাত্রা পথের মঙ্গল সিঞ্চন করে বলে 'ওগো পুরবাসী আনন্দ এল দ্বারে এলো এলো এলো গো'। এরপর মহাপ্রভুর বৈরাগ্যের প্রতীক, ত্যাগ, তিতিক্ষা সহিষ্ণুতার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ গৌড়ীয় সন্ন্যাসীগণ দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ, মহাজনের এই বাণীর সত্যতা নির্দ্ধারণেই যেন পাশ্ববর্তী জনসমুদ্রের জোয়ারে আবেগ মথিত তরঙ্গ হিল্লোল

নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

তুলে এগিয়ে চলেন সকলকে প্রেম দানের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া নিজ ইষ্ঠদেব শ্রীগৌরহরিকে রথাধিষ্ঠিত করে। আর মহাপ্রভুর প্রবর্তিত মহাসংকীর্ত্তন মেঘমন্দ্রিত সুরে দিগ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে এগিয়ে চলেন, মঠবাসীগণ নর্তনকীর্ত্তনে। আর চলেন এদেরই অনুগ বহু ভক্ত সুধী জনের মিছিল। এরপর ইন্ডিয়া ব্যান্ড পার্টি, তারপর মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের প্রধান সহায় শ্রীখোল। ১০৮টি মৃদঙ্গ সুসজ্জিত বাদকের হস্তে বাজিত হয়ে মহাপ্রভুর জয় ঘোষণা করতে করতে

এগিয়ে চলেন।

এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ভক্তমন্ডলীসহ মহানাম সেবক সংঘ। তাদের পিছনে Art of living সংস্থা তারপর ভবাপাগলা সম্মেলনের ভক্তগণ এবং আরো দশটি দলের মহাসংকীর্ত্তন চলে সব শেষে জগত মাতিয়ে। এই শোভাযাত্রা বেলা ১২.৩০টায় বাগবাজার নিবেদিতা উদ্যানে পৌঁছালে পূজ্যপাদ মহারাজগণ নগর সংকীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন ও ভক্তদের মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

এরপর ভবিষ্যত নাগরিকদের মধ্যে চৈতন্যচেতনার উন্মেষ ঘটাতে দুপুর ২টা থেকে (৩-১৮ বছর পর্যন্ত) ''বসে

শ্রীচৈতন্য মেলা উদ্বোধনে প্রদীপ প্রজ্যালন করছেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীগোরাচাঁদ দে ও সেবাসচিব মহোদয়

আঁকো'' প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ৩টের সময় শেষ হলে, বৈষ্ণব ধর্ম সম্মেলনের উদ্বোধন হয়, মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন ও মহাপ্রভুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে। মুম্বাই গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ভক্তি বৈভব পর্যটক মহারাজ স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ উদ্বোধনী অভিভাষণ দেন। সাড়ে ৪টে থেকে রামরাজাতলার শঙ্কর মঠাধ্যক্ষ স্বামী-প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজ 'চৈতন্য প্রেম' কি সমবেন্ধে বলেন। প্রধান অতিথি The University of Ancient Wisdom এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপাদ এইচ.এইচ. স্বামী-পরমাদ্বৈতী-মহারাজ চৈতন্য অবদানের কথা বলেন। ধন্যবাদান্তে সভাকার্য্য শেষ করেন বারানসীর শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ মঠের ভক্তি চারু গোবিন্দ মহারাজ।

বৈষ্ণবধর্ম সম্মেলনের প্রথম পর্ব শুরু হয় বৈকাল ৫.০০টা থেকে। বক্তব্যের বিষয় ছিল—'শাস্ত্রীয় প্রমানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে নিউ দিল্লির শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ। শ্রীসুধীর মিশ্র (IPS, DGP, SCRB) এবং শ্রীমায়াপুরের শ্রী গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠাচার্য শ্রীপাদ এইচ.এইচ. শ্রীমৎ ভক্তি বিবুধ বোধায়ন মহারাজ। ৭.০০টা থেকে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যমহা-প্রভুকে কেন্দ্র করে শ্রুতিনাটক, নৃত্য শিল্পী ও নাটকের শেষে হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে রাত্রি ১০টায় সভা শেষ হয়।

পরদিন ৯ই মার্চ সোমবার শুরু হয় দুইদিন ব্যাপী National Conference। বিষয়—'ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান'। ঠিক বেলা ১০টার সময় কীর্ত্তনের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। চৈতন্যাষ্টকের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণে সভার কার্য্য শুরু হয়। শুদ্ধ চিত্তাগ্নির মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণ করা হয়।

এরপর মঞ্চে উপস্থিত বক্তাগণকে স্বাগত সম্মানে অভ্যর্থনা জানান হয়। স্বাগত ভাষণে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ সকলকে অভ্যর্থনা জানালে বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রফেসর নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরী মহাশয় সুন্দর গবেষণা সমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করেন এবং বৃন্দাবনের শ্রী রাধারমন মন্দিরের সেবাইত শ্রীমৎ শ্রীবৎস গোস্বামী স্বকীয় বিশ্বমোহিনী অভিভাষণে সকলকে মোহিত করেন। এরপর সাধন পান্ডে মহাশয় (Minister in charge of Consumer affairs West Bengal) সংক্ষিপ্ত ভাষনে মহাপ্রভুর অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যতে এই মঠকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে প্রতি বৎসর এই চৈতন্য মেলা এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায় তার অনুরোধ করেন। মহানাম সম্পাদক এবং সেক্রেটারী শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী মহাপ্রভুর প্রধান অবদানগুলির দিকে আলোকপাত করলে, কুরুক্ষেত্রের শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপ্রপন্ন কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজীর ধন্যবাদান্তে মহামন্ত্র কীর্তন দ্বারা সভাসমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণের জন্য এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। এরপর বেলা ২টা থেকে আবার শ্রীরাধারমণ মন্দিরের সেবক শ্রীবৎস গোস্বামীর সভাপতিত্বে আলোচনা শুরু হয় বক্তা যথাক্রমে প্রফেসর কানন বিহারী গোস্বামী (Eminent

Scholar in Gaudiya Vaishnava Literature R.B.U) প্রফেসর পবিত্র কুমার সরকার (Ex. Vice Chancellor R.B.U), প্রফেসর রূপেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জী (Dept. of Archaeology C.U), শ্রী জয়নারায়ণ সেন (Editor, Bharatajiar Patrika, Sastra Dharma Prachar Sabha). ৩টার সময় সভা শেষ হলে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় প্রফেসর কানন বিহারী গোস্বামীর সভাপতিত্বে। বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে—প্রফেসর মহুয়া মুখার্জী (Dean Faculty of Performing Arts R.B.U), প্রফেসর অয়ন ভট্টাচার্য (HOD Sanskrit W.B.S.U) প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম (Dept of Philosophy and Religion, Visva Bharati) এবং ড: সুমিত বসু (Sangeet, Bhavan, Viswa Bharati Shantiniketan)

বিকাল ৪.৩০ দ্বিতীয় দিনের বৈষ্ণবধর্ম সম্মেলন শুরু হয় পূজ্যপাদ ভক্তি বৈভব পর্যটক মহারাজের নেতৃত্বে। বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে—শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই (Secretary Dakshinesowar Ramakrishna Sangha, Adyapith), শ্রীপাদ ভক্তি স্নাত সজ্জন মহারাজ (Upadhyaksa Sri B.S.S. Gaudiya Math Nabadwip), শ্রীমৎ বিনোদ কিশোর গোস্বামী (Achayya Bangiya Bhagavat Samaj), শ্রীমৎ উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী (Secretary Mahanam Sevak Sangha Mahanam Angan)।

৫.৩০ মিঃ থেকে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ব্রহ্মচারী মুরাল ভাইয়ের সভাপতিত্বে। বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকেন—শ্রীমৎ অভিষেক গোস্বামী (শ্রীরাধারমণ মন্দির), নাকতলা শ্রীগুরু সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধীরুবানন্দ সরস্বতী, আসাম বঙ্গীয় সরস্বতী মঠের সেক্রেটারী শ্রীমৎ বিমলা নন্দ সরস্বতী, রিষড়া প্রেমমন্দিরের সভাপতি শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং কোলকাতা উচ্চাদালতের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমতী সমাপ্তি চ্যাটার্জী।

এরপর ৭.৩০ থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরদিন ১০ই মার্চ বেলা ১০.৩০ থেকে শুরু হয় তৃতীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্মেলন। IGNOU এর চীফ কোঅর্ডিনেটর প্রফেসর দিলীপ কুমার বোসের নেতৃত্বাধীনে। বক্তব্য রাখেন নবদ্বীপের শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের আচার্য এবং সভাপতি শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, মুম্বাই গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পর্যটক মহারাজ, এলাহাবাদের শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ অবধূত মহারাজ এবং (Rev. Abir Adhikary, (Hon Secretary, Calcutta Diocese, Church of North India)

পরবর্তী চতুর্থ সম্মেলন শুরু হয় ১২টা থেকে। কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন Vice Chancellor প্রফেসর পবিত্র কুমার গুপ্তর সভাপতিত্বে। বক্তা ছিলেন—কিংকর শ্যামানন্দ (Vice President, Akhil Bharat Jayguru Sampraday, Mahamilan Math) বরানগর ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ স্বামী

বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্মেলনে ভাষণরত সেবাসচিব মহোদয়

পরমাত্মানন্দ নাথ ভৈরব (গিরি), মহানাম সম্পাদক ও সচিব শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ রায় (IPS, Retired)

দুপুরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে বেলা ২টা থেকে পঞ্চম অধিবেশন শুরু হয়। কিংকর শ্যামানন্দের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে—ভারত সেবাশ্রম সংঘের ট্রাইবাল ওয়েলফেরার সেক্শনের সেক্রেটারী স্বামী-প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, প্রফেসর পিয়ালী পালিত (Co-Ordinatar, GMPRI), কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য প্রফেসর পবিত্র কুমার গুপ্তা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী ড: বারিদবরণ ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার শ্রীকনক জানা মহাশয়।

এরপর বেলা ৪.৩০ থেকে শুরু হয় Valedictory Session শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অতিথি বরণ করা হয়, শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্বাগত ভাষণ জানান। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্ম্মসম্মেলনে

তিনি আমেরিকাবাসীগণকে 'Brother & Sisters' হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এর সাড়ে তিনশো বছর আগে শ্রীমন্মহপ্রভু বিশ্ববাসীকে ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ করেছিলেন। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিউট অফ কালচারের

সেক্রেটারী স্বামী-সুপর্ণানন্দজী মহারাজ বক্তব্য রাখেন এবং শ্রীপাদ সন্ন্যাস মহারাজের উক্ত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন। শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজের ধন্যবাদান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তনে সভা শেষ হয়।

এরপর ৫.১৫ থেকে শুরু হয় বৈষ্ণবধর্ম সম্মেলন। বক্তব্য বিষয় থাকে 'বর্তমান সমাজে বৈষ্ণবধর্মের প্রাসঙ্গিকতা'। চেয়ার পার্সন থাকেন বেনারস মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ গোবিন্দ মহারাজ। বক্তব্য রাখেন—শ্রীমৎ সুবল দাস বাবাজী- (President, Madhwa-Gour deshar Sampraday Puri and Gour vihar, Puri), শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস কাঠিয়া বাবা (Adhykasha, Sukhchar Kathiya Baba Ashram), শ্রীমৎ দিলীপ গোস্বামী (গুরুধাম, লেকটাউন), শ্রীপাদ ভক্তি সুধীর সন্ত মহারাজ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, বৃন্দাবন)।

সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে শেষ অধিবেশন শুরু হয় শ্রীমৎ সুবল দাস বাবাজীর সভাপতিত্বে। বর্তমানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাসঙ্গিকতার উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে—একচক্রধাম বীরচন্দ্র পুরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শ্রীজীব শরণ দাস বাবাজী, বারানসীর শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্যময় নন্দ (Co-Ordintor, P.F.S.CM) এরপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতার প্রাইজ দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সবশেষে মিশন কর্ত্তৃক বাউল সঙ্গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সকল ভক্তগণকে উত্তাল নামপ্রেম তরঙ্গে ভাসিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও চারিদিন ব্যাপী T.V. Chanel সমগ্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ❑

আমলাজোড়া মঠে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবির

গৌড়ীয় মিশনের উদ্দোগে বর্দ্ধমান জেলায় দুর্গাপুরের সন্নিকটস্থ আমলাজোড়া গ্রামে শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে গত ১৭ ই মার্চ, ২০১৫ তারিখ Wellness Evaluation Group কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্যসচেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মেদ থেকে বিভিন্ন রোগ যথা—ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, হার্ট এ্যাটাক, ষ্ট্রোক, হাইপার টেনশন, ওবিসিটি বা ওভার ওয়েট, অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি

প্রভৃতি রোগগুলিকে আমন্ত্রণ জানায় দেখা যায়। বিশিষ্ট ডঃ এস. কে. রায় (Wellner Consultant) শরীরের বিভিন্ন অংশের ফ্যাট প্যারামিটার পরীক্ষা করেন এবং কিভাবে শরীরের বাড়তি মেদ চর্বি কমিয়ে সুন্দর সুস্থ থাকা যায় তা সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৩.৩০ মিঃ পর্যন্ত প্রায় ৬০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করেন।

ভ্রমসংশোধন

শ্রীভক্তিপত্র ২০১৫ এর ৮ম সংখ্যায় 'আসামে উগ্রবাদী পীড়িত শরণার্থী শিবিরে গৌড়ীয় মিশন' প্রবন্ধটির প্রথম লাইনে 'বোরো উগ্রপন্থীদের অত্যাচারে পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসীদের পাশে দাঁড়াল গৌড়ীয় মিশন' এর পরিবর্ত্তে 'উগ্রপন্থীদের অত্যাচারে পীড়িত ক্ষতিগ্রস্থ বোরো ও আদিবাসীদের পাশে দাঁড়াল গৌড়ীয় মিশন' পড়িতে হইবে। অনিবার্য কারণবশতঃ ভ্রমত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

শাস্ত্রীয় প্রমাণে শ্রীমন্মহাপ্রভু

মহাভারত ঃ
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদি।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ (দানধর্ম-১৪৯ অধ্যায়)

বায়ুপুরাণ ঃ
শুদ্ধোগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গ স্ত্রিস্রোতস্তীর সম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥

স্কন্দপুরাণ ঃ
অন্তঃকৃষ্ণো বর্হিগৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমপ্লুয়াং মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ ॥

নারদপুরাণঃ
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিনঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসূতঃ ॥

বামনপুরাণ ঃ
কলৌ ঘোরতমাশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদঃ ॥

গরুড়পুরাণ ঃ
কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥

নারদপুরাণ ঃ
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা ॥

বিষ্ণুসহস্রস্তোত্রঃ
রহস্যং তে বদিষ্যামি—জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি
গোবিন্দ দ্বিভুজেন গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাযোগী সবৈ
চৈতন্যশক্তি ভক্তাকারো ভক্তিদ ভক্তিবেদ্য। (জীবগোস্বামী টীকা, ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীমদ্ভাগবত ঃ
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্যগৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ (১০।৮।১৩)

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভিবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ (৭।৯।৩৮)

ধ্যেয়ং সদাপরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
ত্যক্তা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ (১১।৫।৩৩-৩৪)

উপপুরাণঃ
অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

কৃষ্ণযামল ঃ
পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসূতঃ।

ব্রহ্মযামল ঃ
অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্ মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি শচীসূতঃ।

অথর্ব্ববেদীয়া শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ঃ
একো দেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা গৌরো রক্তশ্যামল শ্বেতরূপঃ।
চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তিঃ ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ ॥

—ঃ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

এতদ্বারা সকল মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ সজ্জনবৃন্দদের জানানো হইতেছে যে, গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীচন্দনযাত্রার ঠিক পরেই অর্থাৎ আগামী ২০শে মে, ২০১৫ বুধবার হইতে ২৯শে মে, শুক্রবার পর্য্যন্ত দশদিন ব্যাপী এক বিশেষ পারমার্থিক ক্লাসের আয়োজন করা হইয়াছে। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী পূজ্যপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন ক্লাস লইবেন। উক্ত ক্লাসে গৌড়ীয় মিশনের মুলপুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থের দ্বিতীয়পর্ব অর্থাৎ পঞ্চম হইতে অষ্টম বৃষ্টি পর্যন্ত আলোচিত হইবে।

ইচ্ছুক মঠবাসী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উক্ত পারমার্থিক ক্লাসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহারা Internet Video Conference (SKYPE)-এর মাধ্যমে ক্লাস করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী, অধ্যক্ষ, গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট (9088373464) নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

আনন্দ সংবাদ

এতদ্বারা সকল শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দদের অতীব হর্ষের সহিত জানানো হইতেছে যে, উর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শততম বর্ষপূর্ত্তি ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শততম বিরহ উৎসব উপলক্ষে ত্রিবর্ষব্যাপী যে মহতী কার্য-কলাপের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝাড়িখণ্ডের পথে পথে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রার পঞ্চশত বর্ষপূর্ত্তি স্মৃতি অবলম্বনে আগামী ৯ই নভেম্বর, ২০১৫, সোমবার (২২শে কার্ত্তিক, ১৪২২) হইতে ৩০শে নভেম্বর, ২০১৫ সোমবার (১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৪২২) পর্য্যন্ত প্রায় ২২ দিন ব্যাপী বাসযোগে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে কুজু, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবনাদি শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত লীলাস্থলী দর্শন, পরিক্রমণ, ধামবাস প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ, আপনারা দামোদর মাসে শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন সহযোগে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন।

বর্ত্তমান গাড়ীভাড়া, বাড়ী ভাড়া ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মিশনের পরিচালক মণ্ডলী সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য ১৫,০০১/- (পনের হাজার এক) টাকা প্রত্যেক যাত্রী পিছু ধার্য্য করিয়াছেন। যাত্রীগণকে নিজ নিজ খরচায় ৮ই নভেম্বরের মধ্যে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পৌঁছাইতে হইবে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ-৯৪৩৩৪৩০৭১০, শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ-৯০৫১৭৮১৪৯৩

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৩৩-৬৪১৮
মো ঃ ৯০৫১৭৮১৪৯৩, ৯৪৩৩৩৬৭৩৭৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদন —

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পরিব্রাজক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার ইং ২১শে এপ্রিল, ২০১৫, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ২৭শে বৈশাখ, সোমবার ইং ১১ই মে পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একবিংশতি দিবস (২১ দিন) ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ চন্দন লেপন, পুষ্প-শৃঙ্গারাদিসহ ভগবৎ আবির্ভাবাদি তিথি পূজা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গযাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সাধুমুখ বিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ রূপ আত্মমঙ্গল বরণ করিলে সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার অবকাশ না পাইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত চন্দন, ফুল ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য প্রদান করিলে ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ হয়।

পাপমোচনী একাদশী
১৭ই মার্চ, ২০১৫

নিবেদক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

৭ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল, মঙ্গলবার — অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা আরম্ভ।

১৫ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল, বুধবার — মোহিনী একাদশীর ব্রতোপবাস।

১৯শে বৈশাখ, ৩রা মে, রবিবার — শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস। প্রদোষে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শুভ আবির্ভাব অভিষেক।

২০শে বৈশাখ, ৪ঠা মে, সোমবার — মাধবী পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল ও সলিল বিহার মহোৎসব। শ্রীশ্রীরাধারমণ জয়ন্তী।

২৭শে বৈশাখ, ১১ই মে, সোমবার — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভৌরী উৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা সমাপ্তি দিবস।

দর্শনের সময়—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

বিশেষ আকর্ষণ

যথা-বিধি চন্দন লেপন বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ নিত্য নূতন শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হইবেন।

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ ফুলের শৃঙ্গার ও চন্দন লেপনের ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থানুকূল্য করিতে চান তাহাদের পূর্ব হইতে নাম লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাই।

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/04/2015

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ দ্বাদশ খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছেন। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। ৫২৯ গৌরাব্দের "শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা" প্রকাশিত হইয়াছেন।

শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোস্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org